দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 JUN 1998 ...
পৃ ৭ কলাম ২

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ

নির্বাচন শেষ হলেও রেশ কাটেনি প্রতিদিনই হচ্ছে সংঘর্ষ

নূরুর রহমান, কুমিল্লা থেকে ঃ ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচন শেষ হয়ে গেলেও এর রেশ এখনো কাটেনি। প্রতিদিনই ঘটছে হামলা, সংঘর্ষ, ভাঙচুর। কয়েকটি ঘটনায় শিক্ষকরাও লাঞ্ছিত হয়েছেন।

নির্বাচনের পর ছাত্রলীগ ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ আনে। তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি জানায়। এই নির্বাচনে ছাত্রলীগ পূর্ণ প্যানেলে পরাজিত হয়। অন্যদিকে নির্বাচনে জয়ী ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের যৌথ প্যানেল ছাত্র ঐক্য সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা, শিক্ষকদের লাঞ্ছিত ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ করেছে।

স্বাধীনতার পর এই কলেজটিতে ছাত্রলীগ এই প্রথমবারের মতো পূর্ণ প্যানেলে পরাজিত হলো। এই কলেজটিতে ছাত্রলীগ বরাবরই সুসংগঠিত। অতীতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে ছাত্রলীগের একাধিক প্যানেল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং একটি অংশের বিরোধিতার পরও ছাত্র সংসদ ছিল ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে। এবার পূর্ণ প্যানেলে পরাজয় অনেককে অবাক করলেও তা অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ প্রতি বছরই শহরের ৪টি কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন একদিনে হয়েছে। এবার প্রথম আলাদাভাবে শুধু ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে নির্বাচন হলো। শুধু ভিক্টোরিয়া কলেজে নির্বাচন হওয়ায় ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির ঐক্যবদ্ধ প্যানেল দেয়ার সুযোগ পেয়ে যায়।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো এই মুহূর্তে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে ছিল না। নির্বাচনের জন্য মূল চাপটি আসে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে। এর কারণ জানা গেছে, ছাত্রলীগের বাহার গ্রুপ চাইছিল পৌরসভা নির্বাচনের আগে ভিক্টোরিয়ায় তাদের সমর্থিত ছাত্র সংসদ থাকুক। এছাড়া আ'লীগ নেতা আফজল খান শংকর হত্যা নিয়ে বিপাকে থাকায় তার গ্রুপ থেকে বড় ধরনের কোন বিরোধিতা আসবে না। আসেওনি। কিন্তু ১টি কলেজে নির্বাচন হলে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির যৌথ প্যানেল দিয়ে যে উতরে যেতে পারে এটা তাদের মাথায় ভোট গণনার মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আসেনি।

সংশ্লিষ্টদের মতে, ছাত্রলীগের এই বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে ছাত্রশিবির। তারা বরাবরই এই কলেজটিতে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। এবার ছাত্রদলের সাথে মিলেমিশে ছাত্র সংসদে যাওয়ার নেপথ্যে রয়েছে ভবিষ্যতে ভিক্টোরিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করা।

মামলা দায়ের

এদিকে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সদর সিনিয়র সহকারী জজ ফলাফলের উপর কেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে না এই মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য কলেজের অধ্যক্ষ ও নবনির্বাচিত কর্মকর্তাসহ ২০ জনের প্রতি নোটিশ জারি করেছেন। নোটিশে ৭ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

নির্বাচনে ছাত্রলীগ সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী তারিকুল রহমান জুয়েল, জিএস প্রার্থী এনামুল হক এনামসহ ৪ জন বাদি হয়ে এই মামলা দায়ের করেন।

SHEET —— OF —— SHEETS